বীরের বিদায়

শাহাদত চৌধুরীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন শেষে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মিরপুরের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা গোরস্থানে দাফন করা হয় ৩০ ডিসেম্বর বিকেলে। এর আগে মরহুমের জানাজা হয় জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বরে। জানাজার পূর্বে ঢাকা জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে তাঁকে একদল চৌকস পুলিশ বাহিনী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। এরপর প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে স্থানীয় সরকারমন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া ও খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমান মরহুমের কফিনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। তারপর একে একে সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, ঢাকার মেয়র সাদেক হোসেন খোকা, মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের পক্ষে চেয়ারম্যান কবির আহমেদ খান, দি ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম, জাতীয় প্রেসক্লাবের পক্ষে সভাপতি রিয়াজ উদ্দিন এবং সাধারণ সম্পাদক শওকত মাহমুদ, বাংলাদেশ সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ইকবাল সোবহান চৌধুরী, অপর অংশের রুহুল আমিন গাজী, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের দুই গ্রুপ, যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত ঠিকানার পক্ষে এমএম শাহীন এমপি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়া প্রবীণ সাংবাদিক নির্মল সেন, যুগান্তর সম্পাদক আবেদ খান, মানবজমিন সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, সংসদ সদস্য খাইরুল কবির খোকন, সাংবাদিক জগলুল আহমেদ চৌধুরী, মঈনুল আহসান সাবের, ইমদাদুল হক মিলন, জাতীয় জাদুঘরের পরিচালক, বিজ্ঞপনী সংস্থা ইউনিট্রেন্ডের মনির আহমেদ খান।

এর আগে গতকাল (৩০ নবেম্বর) সকালে তার মরদেহ বারডেমের হিমাগার থেকে নিউ ডিওএইচএসের বাসভবনে নেয়া হয়। সেখানে তার পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব এবং তার পুরনো সহকর্মীরা শ্রদ্ধা জানান। এরপর মোটরশোভাযাত্রা সহকারে তাকে নিয়ে আসা হয় নিউ ইস্কাটনে তার কর্মস্থল সাপ্তাহিক ২০০০ ও পাক্ষিক আনন্দধারা অফিসে, এখানে তার সহকর্মীরা তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম এই সংগঠকের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় কেন্দ্রীয় শহীদমিনারে। শহীদমিনারে তাঁকে শেষবারের মতো দেখার জন্য সর্বস্তরের মানুষের ঢল নামে। এখানে মরহুমের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানান বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে আসাদুজ্জামান নূর, প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান ও আনিসুল হক, শিল্পী রফিকুন নবী, কাইয়ুম চৌধুরী, হাশেম খান, আবদুল্লা খালিদ, শওকত আলী, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, ফরহাদ মজহার, সারা জাকের, ওয়ার্কার্স পার্টি সভাপতি রাশেদ খান মেনন, জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু, গণস্বাস্থ্যের ডা. জাফরুল্লা চৌধুরী, সম্মিলিত সংস্কৃতিক জোটের পক্ষে রামেন্দু মজুমদার ও

শাহাদত চৌধুরী : স্মারকগ্রন্থ

দেশ-বিদেশের অসংখ্য মানুষের প্রিয় ব্যক্তিত্ব শাহাদত চৌধুরী। তাকে নিয়ে লিখেছেন, লিখছেন অনেকে। সাপ্তাহিক ২০০০ সহ বিভিন্ন পত্রিকায় তাকে নিয়ে যে লেখাগুলো প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো নিয়ে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হবে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হবে সাপ্তাহিক ২০০০-এর উদ্যোগে 'সময় প্রকাশন' থেকে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

জাতীয় প্রেসক্লাবে নামাজে জানাজা

মরহুমের সম্মানে রাষ্ট্রিয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান

নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, এশিয়াটিকের পক্ষে আলী যাকের, পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট আবৃত্তিকার প্রবীর ঘোষ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে মফিদুল হক, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সুলতানা কামাল পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এছাড়া প্রেস ইনস্টিটিউট, যায়যায়দিন, একাত্তর, বিডি নিউজ, কমিউনিটি হাসপাতাল, শ্রমিক কৃষক ঐক্যফ্রন্ট, এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ, বাম গণতান্ত্রিক ফোরাম, কর্মজীবী নারী, নৃত্যাঞ্চল, নৃত্যধারা, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, নিজেরা করি, ফটোজার্নালিস্ট এসোসিয়েশন, আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ, নাগরিক, পদাতিক নাট্যদল, ঢাকা থিয়েটার, স্বনন, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, ছাত্র মৈত্রী। এছাড়া অসংখ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাদের প্রিয় মানুষ শাহাদত চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শহীদ মিনারে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে বিভিন্ন পেশার হাজারো মানুষ

গত ৩০ জানুয়ারি মরহুমের নিউ ডিওএইচএসের বাসভবনে কুলখানি অনুষ্ঠিত হয়। কুলখানিতে দেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান লতিফুর রহমান, তত্ত্বাবধায় সরকারে সাবেক উপদেষ্টা রোকিয়া আফজাল রহমান, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী সেলিমা রহমানসহ জানাজায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রায় সবাই কুলখানিতে শরিক হন।

বেশ কিছু সংগঠন দল বেধে এসেছিলো শ্রদ্ধা জানাতে

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে সাংবাদিকতার ইতিহাসে অন্যতম সফল সম্পাদক, সাপ্তাহিক ২০০০ ও পাক্ষিক আনন্দধারা সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী ২৯ নবেম্বর রাত ১.৩০ মিনিটে বারডেম ড্যাব কার্ডিয়াক সেন্টারের সিসিইউ'তে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নিউইয়র্কে শোকসভা

আকবার হায়দার কিরণ

অনেকেই বাকরুদ্ধ হয়ে গেছেন, কেউ কথা বলতে বলতে থেমে গেছেন কিংবা সারাক্ষণ চোখের পানি মুছছিলেন। শাহাদত চৌধুরীর মহাপ্রয়াণে মর্মাহত প্রবাসী গণমাধ্যম কর্মীদের আয়োজনে 'বিদায় শাহাদত চৌধুরী' শীর্ষক স্মরণসভায় কোনো সভাপতি কিংবা আমন্ত্রিত অতিথি বক্তা ছিলেন না। সাবাই হৃদয়ের টানেই আসেন। বহুবার নিউইয়র্ক এসেছেন শাহাদত চৌধুরী। সর্বশেষ এসেছিলেন গেলে এপ্রিলে। তাঁর এতো দ্রুত চলে যাওয়াটাকে কেউই যেন সহজভাবে মেনে নিতে পারছেন না।

স্মৃতিচারণকারীদের অধিকাংশই মনে করেন, বাংলাদেশে আরেকজন শাহাদত চৌধুরী হয়তো আর জন্ম নেবেন না। রাজনীতি থেকে শুরু করে শিল্প, সাহিত্য প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি দেশের ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবেন। তাঁর শুরু করা সেই মুক্তিযুদ্ধ কখনো শেষ হবে না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে তিনি সত্যিকারের মুক্তি ও স্বাধীনতার স্বাদ দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা অনবরত চালিয়ে গেছেন।

যারা শাহাদত চৌধুরীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তব্য রাখেন তারা হলেন ঠিকানা সম্পাদক ফজলুর রহমান, এখন সময় সম্পাদক কাজী শামসুল হক, জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, দেশবাংলা সম্পাদক মাহফুজুর রমহমান, চিত্রনির্মাতা এনায়েত করিম বাবুল, অভিনেত্রী রেখা আহমেদ ও লুৎফুন নাহার লতা, অধ্যাপিকা হোসনে আরা রহমান, তারিক মাহবুব, আবৃত্তিকার মিথুন আহমেদ, এনটিভির আবির আলমগীর, দর্পণের প্রধান সংবাদদাতা মিজানুর রহমান, হলিডের মঈনুদ্দিন নাসের, এটিএনের মনজুরুল ইসলাম, এখন সময়ের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক জাকারিয়া মাসুদ জিকো, বাংলা পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক আবু তাহের, এনওয়াই বাংলা ডট কমের মুজাহিদ আনসারি, আজকের কাগজের শিহাব উদ্দিন কিসলু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি নাসির আলী খান পল এবং সাংবাদিক শেখ সিরাজুল ইসলাম।

অধুনালুপ্ত বিচিন্তা সম্পাদক মিনার মাহমুদ শাহাদত চৌধুরীর বিচিত্রায় কাজ করার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন আবেগাপ্লুত অবস্থায়। বিচিত্রার প্রাক্তন প্রতিবেদক আনোয়ার শাহাদত ও আর্টিস্ট বশিরুল হক সংক্ষেপে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। বিচিত্রা থেকে শুরু করে বর্তমান সাপ্তাহিক ২০০০ এবং আনন্দধারার হলিউড প্রতিনিধি মুনাওয়ার হোসেন পিয়াল মার্কিন চিত্রপরিচালকদের সঙ্গে শাহাদত চৌধুরীর চমৎকার বৈঠকের স্মৃতি বর্ণনা করেন। টরোন্টো প্রতিনিধি জসিম মল্লিক ও লন্ডন প্রতিনিধি আফলাতুন চৌধুরী টেলিফোনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান চলাকালে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

নিউইয়র্কে শোক সভায় উপস্থিতদের কয়েকজন

শাহাদত চৌধুরী স্মরণসভায় আরো উপস্থিত ছিলেন এনটিভির হোসেন, পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, এসটিভি ইউএসের সংবাদ পরিচালক দর্পণ কবির, বাংলা টিভির এবিএম আমেল, বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা জহির মাহমুদ, দি বাংলাদেশ চ্যানেল টিভির আশরাফুল হাসান বুলবুল ও হেমায়েত উদ্দিন বাবুল, আবৃত্তিকর রাহাত মুকতাদির, জনপ্রিয় গায়িকা লাবনী, সঙ্গীত শিল্পী কান্তা আবির, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার আবিদ রেজা, এসটিভির রিজু আহমেদ, সাপ্তাহিক ২০০০-এর সিনিয়র ইকনোমিক রাইটার কাওছার ভুঁইয়া, শোটাইম মিউজিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলমগীর খান আলম, সাংবাদিক আকিফা আনোয়ার, রেডক্রসের মাহবুবুল হক সোহেল এবং সঙ্গীত শিল্পী রাকিব হোসেন বিমা। স্মরণসভা শুরুর আগে জ্যাকসন হাইটস জামে মসজিদে জাকারিয়া মাসুদ জিকোর উদ্যোগে বিশেষ মিলাদ মাহফিল আয়োজিত হয়। মাওলানা সাইফুদ্দিন আহমেদ মোনাজাত পরিচালনা করেন।

ছবি : **কাওছার ভুঁইয়া**

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের
নাগরিক স্মরণসভা

দেশবরেণ্য মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক শাহাদত চৌধুরীর মৃত্যুতে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে ৫ ডিসেম্বর বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আয়োজনে নাগরিক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক নাসিরউদ্দিন ইউসুফ।

স্মরণসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কবি সৈয়দ শামসুল হক, বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রাশেদ খান মেনন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরী, শাহাদত চৌধুরীর কন্যা সাশা চৌধুরী, কার্টুনিস্ট রফিকুন নবী, গণস্বাস্থ্যের জাফরুল্লাহ চৌধুরী, আসাদুজ্জামান নূর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষমন্ডলীর সভাপতি আ.আ.ম.স আরেফিন সিদ্দিক, কলাম লেখক কামাল লোহানী এবং সাপ্তাহিক ২০০০-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক গোলাম মোর্তোজা।

এছাড়া সেলিম আল-দীনের শাহদত চৌধুরীর ওপর লেখা প্রবন্ধ পাঠ করে শোনান বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার। বিশিষ্ট আবৃত্তিকার হাসান আরিফ স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। স্মরণসভা শুরু হয় শাহাদত চৌধুরীর প্রিয় গান 'মলিন মরম নির্মল কর...' গানটি গেয়ে শোনান শিমুল ইউসুফ।

সৈয়দ সামসুল হক বলেন, শাহাদত চৌধুরী তার কাজের মধ্য দিয়ে, যুদ্ধের ভেতর দিয়ে একটি ভাস্কর্য নির্মাণে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন। সময়ের প্রয়োজনে তিনি কখনো তুলি, কখনো রাইফেল, আবার কখনো কলম তুলে নিয়েছেন। আমাদের বাঙালি সংস্কৃতিতে সবসময় শাহাদত চৌধুরী যেমন ছিলেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন।

বাল্যবন্ধু কার্টুনিস্ট রফিকুন নবী বলেন, আমি ও শাহাদত একই বয়সের হলেও পড়ালেখায়ও অনেক পিছিয়ে গিয়েছিল। আমি আর্ট কলেজের শিক্ষক আর ও হয়েছিল ছাত্র। কিন্তু দুটি বিষয়ে শাহাদত আমাদের অনেক আগে চলে গেলো। এক মুক্তিযুদ্ধে। মুক্তিযুদ্ধে সে আমাদের আগে যোগ দেয়। দুই মৃত্যু। আমাদের রেখে অনেক আগে চলে গেল।

শো ক প্র কা শ

দেশের সাংবাদিকতা ইতিহাসের অন্যতম সফল সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহাদত চৌধুরীর মৃত্যুতে বিভিন্ন মহল গভীর শোক প্রকাশ করেছে। রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড.ইয়াজউদ্দিন আহমেদ এক শোক বার্তায় সাংবাদিকতায় মরহুম চৌধুরীর অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শোকবার্তায় বলেছেন, 'তাঁর মৃত্যুতে জাতি একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা এবং খ্যাতিমান সাংবাদিক হারালো।' শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'সাংবাদিকতায় তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।' শোক প্রকাশ করেছেন বিকল্পধারা বাংলাদেশের সভাপতি অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, তথ্যমন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম, জাতীয় পার্টির চেয়্যারম্যান হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ, জাতীয় পার্টির অপর অংশের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, স্কয়ার গ্রুপের অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু প্রমুখ। এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে ঢাকা প্রেসক্লাব, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড ও কাউন্সিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, চলচ্চিত্র পরিচালনা সমিতি, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সবার জন্য স্বাস্থ্য, বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টি, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল, বাগেরহাট প্রেসক্লাব, চাঁপাই নবাবগঞ্জ প্রেসক্লাব এবং বরগুনা জেলার বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন শোক প্রকাশ করে।

এছাড়াও প্রবাসী বাংলাদেশীর মধ্যে জাপান থেকে কাজী ইনসান, রহমান মনিসহ দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের বুদ্ধিজীবী সুশীল সমাজ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শাহাদত চৌধুরীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।